তারিখ ......20 JUL 2016...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬ ......

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষার্থীরা ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ চাইতে পারবে

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আউটার ক্যাম্পাসসহ সব কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা বেসরকারি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষতির দায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে কমপক্ষে ৫ লাখ করে টাকা দাবি করতে পারবে।

গতকাল বুধবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৬'এর দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় কার্য অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জেলা প্রশাসকদের এ কার্য অধিবেশন হয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আইন লঙ্ঘনের জন্য দারুল ইহসান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ জন্য যার যে ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতির সমস্ত দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। যে ছাত্রের লেখাপড়া মাঝপথে পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

শিক্ষার্থীরা ৫ লাখ

২০ পৃষ্ঠার পর

থেমে গেছে তার জন্য সে কমপক্ষে ৫ লাখ টাকা দাবি করতে পারবে। সেটা পেলে সে অন্য জায়গায় পড়তে পারবে। এ ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করব, যাতে সে অন্যখানে পড়তে পারে।

দারুল ইহসান ও আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, 'আইনেই (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০) আছে কেউ আউটার ক্যাম্পাস করতে পারবে না। পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে সেখানে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করবে। সে (শিক্ষার্থী) যদি তার ক্যাম্পাস, ভিসিকে না চেনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে পরিচিত না হয়, রাজশাহী থেকে একটা সার্টিফিকেট পেয়ে গেল, এতে পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা হলো না। বিশ্ববিদ্যালয় একটাই হবে, এটা হবে অখণ্ড জমির মধ্যে।

অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আপনারা ছেলে-মেয়েকে ভর্তির আগে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জেনে নেবেন।

হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে চারটি গ্রুপে বিভক্ত বহুল আলোচিত বেসরকারি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম গত মঙ্গলবার (আউটার ক্যাম্পাসহ) বন্ধ ঘোষণা করে সরকার। একইসঙ্গে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে ২০১১ সালের ২৫ অক্টোবর বিচার বিভাগীয় একটি কমিশন গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রতিবেদনটি জমা দেয়া হয়। নানা অনিয়ম-দুর্নীতি ও সনদ বাণিজ্যের দায়ে অভিযুক্ত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধের সুপারিশ করেছিল বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন। আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় তদন্ত কমিশনের সুপারিশের আলোকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি মন্ত্রণালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন কয়েক হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। এসব শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন।